যায়যায়দিন
১৫ জানুয়ারি ২০১০ শুক্রবার

শুধু শীতবস্ত্র নয় চিকিৎসাসেবাও জরুরি

ইয়াসমীন আরা লেখা

দেশে এখন হাড় কাঁপানো শীত। উত্তরবঙ্গসহ সারাদেশে শীতের তীব্রতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবার শীতের তীব্রতা একটু বেশি বলে জানা যায়। তবে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তরবঙ্গে শীতের আঘাত আগের তুলনায় অসহনীয় হওয়ার কারণে ওইসব এলাকার মানুষের কষ্টের পরিমাণও বেশি। এ এলাকার বহু মানুষ শীতকালে মারাও যায়।

উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ এলাকার মানুষ অনেক বেশি সুবিধাবঞ্চিত এবং সহজ-সরল। এসব এলাকার মানুষ নদীভাঙনের শিকার বলে তাদের ঘর তৈরি হয় অত্যন্ত সাধারণভাবে। এলাকার অধিকাংশ মানুষের ঘর শীত প্রতিবন্ধক নয়। নানা কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তরবঙ্গ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে আছে এবং এলাকার মানুষগুলো দেশের অন্য অঞ্চলের মানুষের মতো অতো সচেতন নয়। আর সে কারণে তাদের সমস্যারও শেষ নেই।

উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই শীত এলে অসহায় হয়ে পড়ে। তাদের মাসিক বা দৈনিক যা রোজগার তা দিয়ে সংসার চালানোর পাশাপাশি শীত মোকাবেলার জন্য অতিরিক্ত গরম কাপড় বা শীত প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা থাকে না। এদিকে রোজগারের পরিমাণ কম হওয়ার কারণে এবং সচেতনতার অভাবে এ এলাকার মানুষের মধ্যে রোগের পরিমাণও বেশি। শীত এলে সেসব রোগ আরো বেড়ে যায়। এ অবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিত্তবানরা যদি এগিয়ে এসে ওই অঞ্চলের শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান তাহলে তারা মনে সাহস পাবে। শীতে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা তাদের কাছে কম অনুভূত হবে।

দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গের শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে প্রতিদিনই। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ওইসব এলাকায় যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। তাই উত্তরবঙ্গের শীতার্ত মানুষগুলোর জন্য সাহায্য আরো বেশি পরিমাণে প্রয়োজন। তাদের জন্য এখন একদিকে শীতবস্ত্র প্রয়োজন, অন্যদিকে প্রয়োজন নানা ধরনের ওষুধ। কিন্তু শীতবস্ত্র যাও কিছুটা পাচ্ছে এ দুর্ভাগা মানুষগুলো ওষুধপথ্য সে অনুযায়ী একেবারেই পাচ্ছে না। দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের যেসব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এই মানুষগুলোকে শীতবস্ত্র সরবরাহ করে মানবতার যে অনন্য উদাহরণ তুলে ধরছে সে রকম দৃষ্টান্ত তৈরি করতে আমাদের চিকিৎসক সমাজ ও ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কি উদারভাবে এগিয়ে আসতে পারে না? দেশের চিকিৎসক সমাজ ও ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বিনীত নিবেদন, আসুন না চিকিৎসাসেবা দিয়ে, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করে উত্তরবঙ্গের শীতে কাবু অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবতার জয়গান গাই।

এক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো উদ্যোগ নিয়ে প্রয়োজনে চিকিৎসা ক্যাম্প করতে পারে। শীতকালজুড়েই চলতে পারে এ চিকিৎসা ক্যাম্প। তাতে অন্তত উত্তরবঙ্গের সহজ-সরল মানুষগুলোর মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠতে পারে বহুবিধ কষ্টের মধ্যেও। এক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসক সমাজের বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে আসতে পারে। বিশেষ করে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) ও ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ড্যাব) এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ধারাবাহিক কর্মসূচি হাতে নিতে পারে। এ রকম হলে শীতার্ত মানুষের পাশে আমাদের দাঁড়ানো হবে প্রকৃত অর্থেই। উত্তরবঙ্গের এই শীতার্ত মানুষের পাশে এখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাঁড়ানোর পাশাপাশি সংগঠিত এবং সমন্বিতভাবে দাঁড়ানো খুবই প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই শীত এলে অসহায় হয়ে পড়ে। তাদের মাসিক বা দৈনিক যা রোজগার তা দিয়ে সংসার চালানোর পাশাপাশি শীত মোকাবেলার জন্য অতিরিক্ত গরম কাপড় বা শীত প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা থাকে না। এদিকে রোজগারের পরিমাণ কম হওয়ার কারণে এবং সচেতনতার অভাবে এ এলাকার মানুষের মধ্যে রোগের পরিমাণও বেশি। শীত এলে সেসব রোগ আরো বেড়ে যায়। এ অবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিত্তবানরা যদি এগিয়ে এসে ওই অঞ্চলের শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান তাহলে তারা মনে সাহস পাবে। শীতে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা তাদের কাছে কম অনুভূত হবে।

ইয়াসমীন আরা লেখা : ডিন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।